সংবাদ

তারিখ 2 8 AUG 2007
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নতুন সময়সূচি

সরকার যা করে তা-ই আইন। জনগণকে সে আইন অবনত মস্তকে মেনে নিতে হয়। কারণ রাষ্ট্রের আইন মেনে চলা এবং সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা নাগরিকদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য।

সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে দেশের সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য নতুন সময়সূচি ঘোষণা করা হয়েছে। ঘোষিত এ সময়সূচি অনুযায়ী দেশের সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সকাল ৬টা থেকে ৯টা পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা সাধারণত পড়ার টেবিলে থাকে। কারণ সকালের সময়টা হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনা করার উত্তম সময়। কিন্তু এখন সকালের পড়াশোনা বাদ দিয়ে ঘুম থেকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাদের স্কুলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে হচ্ছে। অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে গোসল করে বা না করে খেয়ে না-খেয়ে প্রাণপাণ চেষ্টা করেও স্কুল টাইম রক্ষা করতে পারছে না। শিক্ষকদের বেলায়ও ঠিক তাই হচ্ছে। দেশের ৮৫% ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। গ্রামাঞ্চলের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলোতে ৩/৪ কিলোমিটার দূর থেকেও ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষকরা এসে থাকেন। এখন বর্ষাকাল। সামান্য একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তাঘাট অচল হয়ে পড়ে। এতে করে স্কুল টাইম রক্ষা করা ছাত্র-শিক্ষকদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। স্কুলে ৮টার সময় ঘণ্টা পড়লে আরও একঘণ্টা পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা আসতে থাকে। বর্তমানে দেশের সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ২য় সাময়িক পরীক্ষা শুরু হয়েছে। সকালে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া করার সুযোগ না থাকায় পরীক্ষার প্রস্তুতি গ্রহণ না করেই তাদের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। পরীক্ষার সময়টা পিছিয়ে ৮টার স্থলে ৯টা করার জন্য আমাদের কাছে অনেক আবেদন-নিবেদন করেছে। এখন দেশে জরুরি অবস্থা চলছে, সামরিক আইন জারি আছে, সরকারের আইন না মেনে চললে সমস্যা আছে ইত্যাদি কথাবার্তা বলে ছাত্রছাত্রীদের সান্ত্বনা দিয়ে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করতে হচ্ছে।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, আপনার শিক্ষা উপদেষ্টা সাহেব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য যে নতুন সময়সূচি করেছে তা কোন অবস্থাতেই ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবক এবং জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এটা অমানবিক, অযৌক্তিক এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের পক্ষে অন্তরায়।

মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, ৮টার সময় স্কুলে যেতে হলে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে সকাল ৬টা থেকে। ৬টার সময় যা ৭টার সময় বাংলাদেশে কারও বাড়িতে রান্না করা খাবার তৈরি হয় না। তাই ছাত্র-শিক্ষকদের না খেয়েই স্কুলে যেতে হয়। না খেয়ে অভুক্ত থেকে সকাল ৮টা থেকে ২টা পর্যন্ত স্কুলে অবস্থান করতে হবে এ ধরনের উদ্ভট সিদ্ধান্ত আপনারা কেন নিলেন। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা পত্রপত্রিকা পাঠে জানতে পারলাম চিঠিপত্র কলামে।

আপনার সমীপে আবেদন-নিবেদন করায় এবং তা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ হওয়ায় আপনি তাদের দাবি সঙ্গে সঙ্গেই পূরণ করে দিয়েছেন। তাই আমি আশা করি আমার খেলাটি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ হলে আমার দাবিটাও পূরণ করে দেবেন। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা, আমার দাবিটা কিন্তু শুধু আমার দাবি নয়। এটা এদেশের ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক এবং জনগণের দাবি।

মো. শামসুদ্দীন
সহকারী প্রধান শিক্ষক
রাইনজা উচ্চ বিদ্যালয়
পো.- বিলকাউসী
জেলা- নেত্রকোনা।